# উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনার জেন্ডার গ্যাপ বিশ্লেষণ বিষয়ক সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

## ১. পটভূমি

সমাজে বিদ্যমান জেন্ডার অসমতা, জেন্ডার বৈষম্য এবং নারীর প্রতি নির্যাতনের কারণে বাংলাদেশে নারী ও মেয়েশিশুর ওপর দুর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগকালীন, দুর্যোগ পরবর্তী সময়ের প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশী, কখনও কখনও দুর্যোগ এই বৈষম্য ও নির্যাতনের মাত্রাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রে নারী ও শিশুদের প্রস্তুতি কম থাকার জন্য দুর্যোগের সময় ১ জন পুরুষের বিপরীতে ১৪ জন নারী ও শিশু প্রাণ হারায় ।[১]

মূলধারার উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারী-পুরুষ সমতার বিষয়টি 'ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি)' এর অন্যতম অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'এনআরপি' প্রকল্পের সহযোগিতায় ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনায় জেন্ডার গ্যাপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রকল্প ৩টি হচ্ছে; উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রকল্প, আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট এবং হাওড় এলাকায় ভৌত অবকাঠামো ও জীবন-জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্প।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন দীর্ঘমেয়াদী, মাঝারী এবং স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কৌশল নির্ধারন করে এবং পরিকল্পিত লক্ষ্য অর্জনের নীতিমালা প্রণয়ন করে। পরিকল্পনা কমিশন উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য একটি কাঠামোগত ও সমন্বিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, যা ১০ বছর মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ৫ বছর মেয়াদী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হয়।

২০০৯ সালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় "জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও পর্যালোচনা নির্দেশিকা"[২] বিষয়ক একটি গাইডলাইন তৈরী করে, যা পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত 'সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি' অনুযায়ী বিদ্যমান প্রকল্প দলিল (ডিপিপি/টিপিপি)- এর ছক পূরণের সময় অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজনের মাধ্যমে ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত হয় এবং এ বিষয়ে ২২ জুলাই ২০০৯ এ একটি পরিপত্র জারী হয়। পরবর্তীতে ২০১১ সালে এই গাইডলাইনের ওপর ভিত্তি করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী "Gender Mainstreaming in Planning and Development Training Programme"[3] বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ মডিউলও প্রণয়ন করে। ডিপিপি প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় "জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও পর্যালোচনা নির্দেশিকা" বিষয়ক গাইডলাইনটি বর্তমানে কতখানি কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারছে, সেটিও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

## ২. উদ্দেশ্য

এই গ্যাপ বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিকল্পনা কমিশনের নেতৃত্বে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনায় জেন্ডার বিষয়ক সংবেদনশীলতা অন্তর্ভুক্তীকরণ প্রক্রিয়াকে আরো জোরদার করা। নারী ও পুরুষের পৃথক সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে তাদের যে ভিন্ন ভিন্ন জেন্ডার

[1] This reference is from Peterson 2007; Neumayer and Plümper 2007. And used in the Pro Doc of NATIONAL RESILIENCE PROGRAMME, page 11

[2] https://mowca.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mowca.portal.gov.bd/publications/58de191f_1fb0_4844_9f76_679398018176/Gender-Responsive-Guidelines-for-Design-and-Review-of-Development-Project.pdf

[3] https://mowca.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mowca.portal.gov.bd/publications/8f7add25_ce52_4f6c_834f_99d789fe763b/Gender-Mainstreaming-in-Planning-and-Development-Training-Programme.pdf

চাহিদা তৈরী হয়, তা উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রস্তুতকালীন সময়ে কতখানি প্রাধান্য পাচ্ছে এবং তার ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনার কর্মসূচী নির্ধারিত হচ্ছে কি না, তার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরাই এই পর্যালোচনার উদ্দেশ্য।

## ৩. পর্যালোচনা পদ্ধতি

এই পর্যালোচনার ক্ষেত্রে "জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও পর্যালোচনা নির্দেশিকা" বিষয়ক গাইডলাইনটিই মূল নির্ণায়ক হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে। যদিও গাইডলাইনটি ২০০৯ এ গৃহীত এবং পরবর্তী সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেকগুলো নীতিমালা পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়েছে। যেমন, বাংলাদেশ দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) থেকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ফিরে এসেছে, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ গৃহীত হয়েছে। পাশাপাশি বৈশ্বিক পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এবং সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক অফ অ্যাকশন প্রণীত হয়েছে। সুতরাং বর্তমান পর্যালোচনায় জাতীয় ও বৈশ্বিক এইসব নীতিমালাগুলিতে বর্ণিত জেন্ডার সংবেদনশীল বিষয়ক প্রতিশ্রুতিকেও বিবেচনা করা হয়েছে।

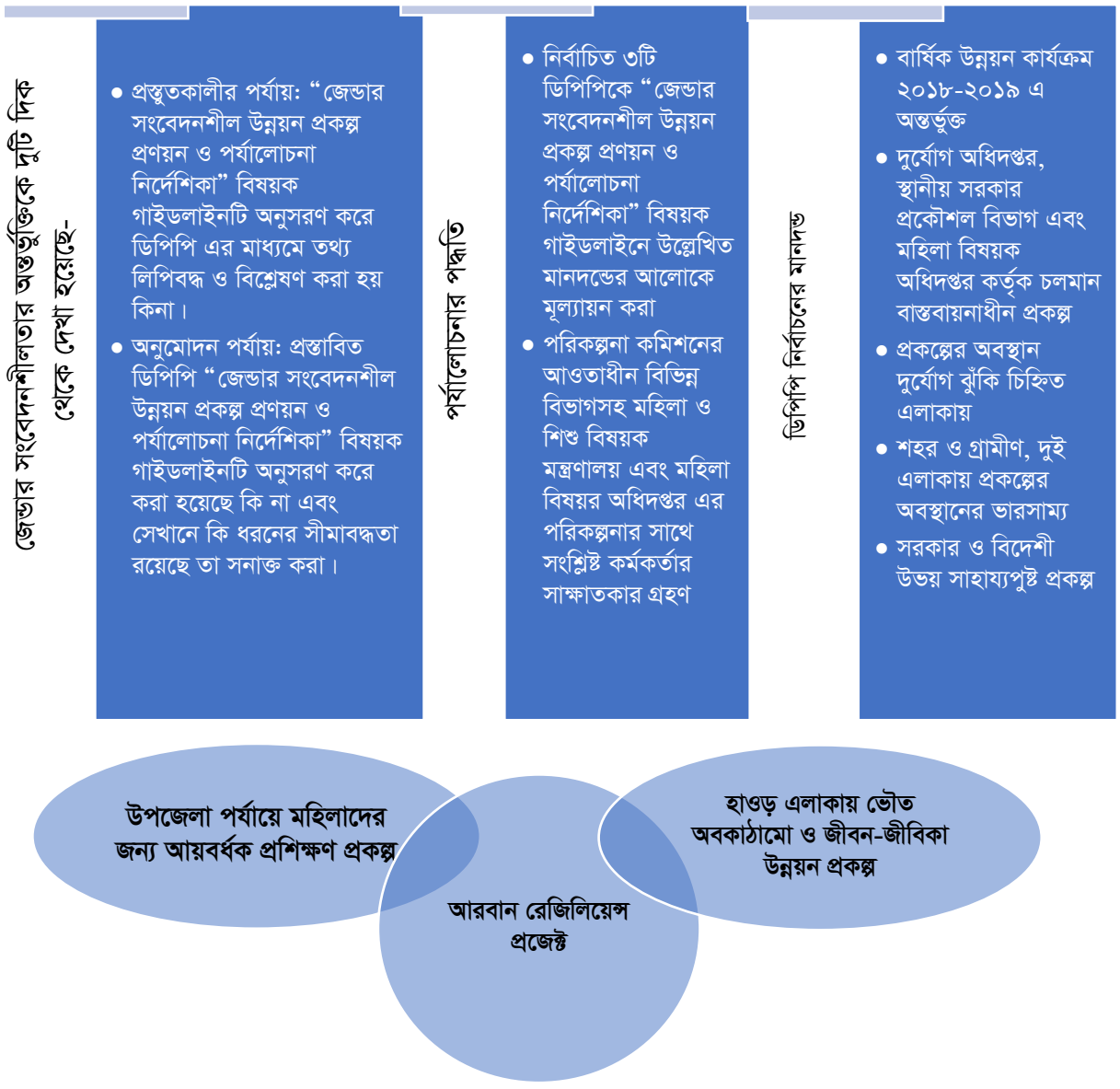


*পর্যালোচনা পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা*

এই পর্যালোচনাতে শুধুমাত্র ৩ টি মন্ত্রণালয়ের ৩টি চলমান উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা পর্যালোচনা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পে জেন্ডার সম্পৃক্তকরণের অনুশীলন প্রক্রিয়াটি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে, তা নির্দিষ্ট করা সম্ভব

হয়নি। তবে সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সেক্টরের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাক্ষাতকার থেকে একটি চিত্র পাওয়া সম্ভবপর হয়েছে।

## ৪. নির্বাচিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ক গ্যাপ বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ও বিশ্লেষণ

*ছক - ক: নির্বাচিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনায় জেন্ডার সংবেদনশীলতার তুলনামূলক চিত্র*

| জেন্ডার সংবেদনশীলতা পর্যালোচনার মানদন্ড | আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট | | উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রকল্প | | হাওড় এলাকায় ভৌত অবকাঠামো ও জীবন-জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্প | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| **উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনার ১৪ নং আইটেম এ বর্ণিত পটভূমি, উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, যৌক্তিকতা ও অন্যান্য প্রকল্পের সাথে যোগসূত্র, লক্ষ্যমাত্রা এবং আউটপুট/আউটকাম এর সাথে গাইডলাইনের সংযোজনী-খ-তে বর্ণিত মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর বিসি-১-এর মানদন্ডসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি?** | | | | | | |
| প্রকল্পের লক্ষিত জনগোষ্ঠী যেমন নারী-পুরুষ এবং ছেলে- মেয়ের সমস্যা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পে তাদের ভূমিকা, অংশগ্রহণ ও প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার বর্ণনা। | | √ | √ | | √ | |
| নারী পুরুষ এবং ছেলে-মেয়ে উভয়ের উপর প্রকল্পের ইস্যুসমূহের সুনির্দিষ্ট প্রভাব বর্ণনা। | | √ | √ | | √ | |
| প্রকল্পের পরিবেশ-পরিস্থিতির আঙ্গিকে নারী/মেয়েরা যে সব প্রতিবন্ধকতা ও জেন্ডার বৈষম্যের মুখোমুখি হয় তা চিহ্নিত এবং বিশ্লেষণ করা। | | √ | | √ | | √ |
| নারীর বিশেষ চাহিদা ও প্রতিবন্ধকতা; জেন্ডার- বৈষম্য দুরীকরণে প্রকল্পের অভিপ্রায়, প্রকল্প থেকে নারী-পুরুষ ও ছেলে-মেয়ে সমানভাবে উপকৃত হওয়ার বিষয় নিশ্চিত করা। | | √ | | √ | | √ |

**মন্তব্য**

- *হাওড় এলাকায় ভৌত অবকাঠামো ও জীবন-জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনার ১৪ নং আইটেম এ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাহিদা নিরূপনের ক্ষেত্রে নারী প্রধান পরিবারকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে কমিউনিটি অবকাঠামো তৈরীতে দৈনিক শ্রমিক হিসেবে অধিক সংখ্যক নারী প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়াও জীবন-জীবিকা রক্ষার লক্ষ্যে পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে অধিক হারে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। নারী পুরুষ এবং ছেলে-মেয়ে উভয়ের ওপর প্রকল্পের ইস্যুসমূহের সুনির্দিষ্ট প্রভাব বর্ণনার ক্ষেত্রে আলাদাভাবে নারী ও শিশুদেও ক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রভাব বিষয়ে একটি পয়েন্ট উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও তা নারী ও শিশুর 'ওয়েল বিং' এর মধ্যে সীমাবদ্ধ হিসেবেই উল্লেখিত এবং শিশুরা কিভাবে উপকৃত হবে তা প্রকল্পের কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। এই উন্নয়ন প্রকল্পে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নারী-পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান জেন্ডার বৈষম্যগুলি কি কি এবং অবকাঠামো তৈরীর কাজে নারীদের অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন আয়মূলক কাজ, দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীরা কি ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মূখীন হয়, তা বিশ্লেষণ করে দেখা হয়নি। এছাড়াও শ্রমিক হিসেবে এবং প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারী হিসেব নারীদের অন্তর্ভুক্তির ফলে পরিবারে ও সমাজে নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান কিভাবে পরিবর্তিত হবে, তা উল্লেখ করা হয়নি।*
- *যেহেতু উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রকল্প দরিদ্র মহিলাদের কেন্দ্র করেই পরিকল্পনা করা হয়েছ, তাই এই প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, যৌক্তিকতা দরিদ্র মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন/আর্থিক স্বচ্ছলতা/অর্থনৈতিক সাবলম্বীতাকে কেন্দ্র করেই লিপিবদ্ধ হয়েছে। যদিও এই প্রকল্পে নারীর দারির জেন্ডার প্রেক্ষিতটি উপেক্ষিত। নারী-পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান জেন্ডার বৈষম্যের আলোকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাজে নারীদের তুলনামূলক কম অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন আয়মূলক কাজ, দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীরা কি ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মূখীন হয় ও তা কাটিয়ে উঠার ক্ষেত্রে এই প্রকল্প কি ভূমিকা রাখবে তা বিশ্লেষণ করে দেখা হয়নি। এই প্রকল্পে নারীর আয়বর্ধক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অনেকগুলি 'অপ্রচলিত ট্রেড' এর উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই অপ্রচলিত ট্রেড পরিচালনায় নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সামাজিক প্রতিবন্ধকতা কিভাবে দূরীভূত হবে এবং এই প্রশিক্ষণ শেষে নির্ধারিত ট্রেড পরিচালনায় বাজারজাত থেকে শুরু করে লাভ নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে নারীর নেতৃত্ব*

*কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, তার কোন দিক নির্দেশনা নেই। যদিও নারীর অর্থনৈতিক অবস্থান পরিবর্তন এবং এর স্থায়ীত্বশীলতা সম্পূর্ণভাবে বাজার ব্যবস্থায় নারীর অনুপ্রবেশ এবং নিয়ন্ত্রনের উপর নির্ভরশীল।*

**২. প্রকল্পের আইটেম-৩: প্রকল্পের উদ্দেশ্য প্রস্তুতকালীন সময়ে গাইডলাইনের পরিশিষ্ট 'খ'তে বর্ণিত মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর বিসি-১ ফর্মে বর্ণিত মানদন্ড সমূহের প্রতি নজর দেয়া বাঞ্ছনীয়**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রকল্প হতে কি কি সুবিধা ও ফলাফল নারী-পুরুষ ও ছেলেমেয়ে লাভ করবে তা প্রকল্পের উদ্দেশ্যে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়েছে কি? (সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত, নাকি অন্তর্নিহিত)। | | √ | √ | | | √ |
| উদ্দেশ্যসমূহে নারীর অগ্রগতি এবং জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে কি? | | √ | | √ | | √ |

**মন্তব্য**

- *হাওড় এলাকায় ভৌত অবকাঠামো ও জীবন-জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্পে প্রস্তাবনায় এর প্রভাব বর্ণনার ক্ষেত্রে আলাদাভাবে নারী ও শিশুদের উপর এর প্রভাব বিষয়ে একটি পয়েন্ট উল্লেখ থাকলেও প্রকল্পের উদ্দেশ্যে তা সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি।*
- *যেহেতু উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রকল্প দরিদ্র মহিলাদের কেন্দ্র করেই পরিকল্পনা করা হয়েছে, তাই ধরেই নেয়া যায় এই নারীরাই এর সরাসরি উপকার পাবে। কিন্তু এই প্রকল্পে উল্লেখিত প্রশিক্ষণ থেকে লব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা কিভাবে নারীকে ক্ষমতার সাথে বিশেষ করে পরিবারে ও বাজারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে ভূমিকা রাখবে, তা স্পষ্ট করে বলা নেই। ৭ মার্চ এবং ২১ নভেম্বর ২০১৬ এ অনুষ্ঠিত আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের আওতায় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ইলেকট্রনিক্স এবং ড্রাইভিং ট্রেড অন্তর্ভুক্ত হবার ফলে এসব ট্রেড বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং, রেফ্রিজারেশন, কম্পিউটার/টেলিভিশন মেরামত ও সমজাতীয় বিভিন্ন ইলেকট্রিক ট্রেডে প্রশিক্ষণের বিষয়টি সম্পর্কে পরামর্শ দেয়া হয়। পুনর্গঠিত ডিপিপিতে এই সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত হলেও বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ট্রেডের যে তালিকা অনুমোদিত ডিপিপি'র সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, সেখানে ইলেকট্রিক ট্রেড বিষয়ক প্রশিক্ষণের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যহারে কম। বরং তালিকাতে প্রচলিত ট্রেড; যেমন ব্লক-বাটিক/টেইলারিং/এমব্রয়ডারী/ফ্যাশন ডিজাইন/বিউটিফিকেশন বেশী প্রাধান্য পেয়েছে।*

**৩. ডিপিপি ২৪ নং আইটেম পূরণ করার সময় সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য নির্ধারিত কৌশল ও কর্মক্ষেত্র এবং সংযোজনী-৫ 'খ' তে দেয়া মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো এর মানদন্ড সমূহ বিবেচনা করতে হবে।**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রকল্পের আউটপুট/ ফলাফল কি **সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য নির্ধারিত কৌশল ও কর্মক্ষেত্র** কোন একটির উপর প্রভাব রাখবে? | | √ | √ | | √ | |
| প্রকল্পের আউটপুট/ফলাফল কি মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর বিসি-১ এর কোনো একটি মানদন্ড অর্জনে প্রভাব রাখবে? (সংযোজনী 'খ") | | √ | √ | | √ | |

**মন্তব্য**

- *হাওড় এলাকায় ভৌত অবকাঠামো ও জীবন-জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য নির্ধারিত কৌশল **'নারীর অর্থনৈতিক উপকার বৃদ্ধি' এর সাথে** এবং জেন্ডার গাইডলাইন অনুযায়ী মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো এর জন্য নির্ধারিত জেন্ডার মানদন্ড অনুযায়ী **'শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি' এর সাথে সম্পর্কিত। যদিও এই সম্পর্কের বিষয়টি প্রস্তাবনায় সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি। সেক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে এই প্রকল্প কতখানি ভূমিকা রাখবে, তা পরীবিক্ষণ ও পরিমাপ করার ক্ষেত্রে একটি সীমাবদ্ধতা থেকে যায়।***
- *উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রকল্প প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রস্তাবনাটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যেহেতু পিছিয়ে থাকা নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন, সেহেতু এই প্রকল্প সরাসরিভাবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ৫ নম্বর লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও এই প্রস্তাবনা জেন্ডার গাইডলাইন অনুযায়ী মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর জন্য নির্ধারিত জেন্ডার মানদন্ড অনুযায়ী **'শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি' এবং 'আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড'-এর সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু এই মানদন্ডটির সাথে অন্য দুটি মানদন্ড 'নারীর ক্ষমতায়ন' এবং 'নারীর নিরাপত্তা ও অবাধ চলাফেরা নিশ্চিত করা'র সরাসরি যোগাযোগ থাকলেও, তা এই প্রকল্প প্রস্তাবনায় বিবেচনা করার বিষয়টি স্পষ্ট নয়।***

**৪. আইটেম ১২ এর সংযোজনী (ঘ) এ উল্লেখিত ব্যয়খাতগুলো যাতে জেন্ডার সংবেদনশীল হয় সেটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| জেন্ডার সমতা সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এই প্রকল্পে সুনির্দিষ্ট কোনো অংশ আছে কিনা, যার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ও সহায়তা কার্যক্রম রয়েছে। | | √ | | √ | | √ |
| এটা কি স্পষ্ট যে, প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের কতখানি নারীদের উপকারে ও জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে অবদান রাখছে? | | √ | | √ | | √ |

**মন্তব্য**

- *হাওড় এলাকায় ভৌত অবকাঠামো ও জীবন-জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনায় নারীদেরকে সরাসরি উপকারভোগী হিসেবে দেখা হয়েছে এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মানে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধির উপর জোড় দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাজেটে নির্দিষ্টভাবে আলাদা করে দেখানো হয়নি। যেহেতু প্রকল্পের উদ্দেশ্যে* জেন্ডার সমতা ও নারীদের উপকার বিষয়ে কিছু বলা হয়নি, তাই জেন্ডার বাজেট বিষয়টিও এখানে বাদ পড়ে গেছে।
- *উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রকল্প প্রস্তাবনার খাতওয়ারী বার্ষিক ব্যয় ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সংক্রান্ত আইটেম ১২ এর সংযোজনী ঘ-এ জেন্ডার সমতা সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প নির্ধারিত কোন সুনির্দিষ্ট বাজেটের উল্লেখ নেই। এমনকি প্রকল্পের অর্থের কতখানি সরাসরি নারীদের আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দকৃত, তা স্পষ্ট নয়।*
- *ফরম ৪ ব্যবহার করে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ প্রতিটি নতুন প্রকল্প/কর্মসূচিতে সরাসরি দারিদ্র নিরসন এবং নারী উন্নয়নের জন্য (গাইডলাইনে বর্ণিত ১৪ টি মানদন্ডের ভিত্তিতে) মোট প্রকল্প ব্যয়ের কত শতাংশ ব্যবহার করা হবে তা উলেখ করতে হবে। কিন্তু নির্বাচিত ৩টি প্রকল্পের কোনটিতেই এর উল্লেখ নেই।*

| **৫. পরিবীক্ষণ, রিপোর্টিং ও মূল্যায়ণ, ডিপিপির আইটেম ২৩ এ কিভাবে জেন্ডার সমতা অর্জনের অগ্রগতি ও সাফল্য পরিবীক্ষণ করা হবে তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| জেন্ডার সমতা অর্জনের সূচকসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা (প্রকল্পের অর্জন ও ফলাফল পরিমাপ করার জন্য) | | √ | √ | | | √ |

**মন্তব্য**

- *হাওড় এলাকায় ভৌত অবকাঠামো ও জীবন-জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনায়* জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য সরাসরি কোন সূচকসমূহ না থাকলেও এর অন্তর্গত 'Climate adaptation and Livelihoods Protection (CALIP)' *জীবন-জীবিকা প্রকল্পের* Log Frame *এর উদ্দেশ্যে* Sex Disaggregated Indicator *এর উল্লেখ আছে।*
- *উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রকল্প প্রস্তাবনার লগ ফ্রেমের লক্ষ্যে উল্লেখিত সূচকে বলা হয়েছে পিছিয়ে থাকা লক্ষিত নারী জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে, যদিও সংখ্যা সুনির্দিষ্ট নেই। কি বিষয়ে উপকৃত হবে, তাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা নেই। উদ্দেশের উল্লেখিত সূচকে বছর প্রতি কতজন নারী আয়-বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ পাবে, তা বলা হয়েছে। কিন্তু কতজন আয়ের সাথে যুক্ত হবে বা কতজনের আয় বৃদ্ধি পাবে, তা স্পষ্ট নয়।*

**এক নজরে নির্বাচিত উন্নয়ন প্রকল্পের জেন্ডার সংবেদনশীলতা**

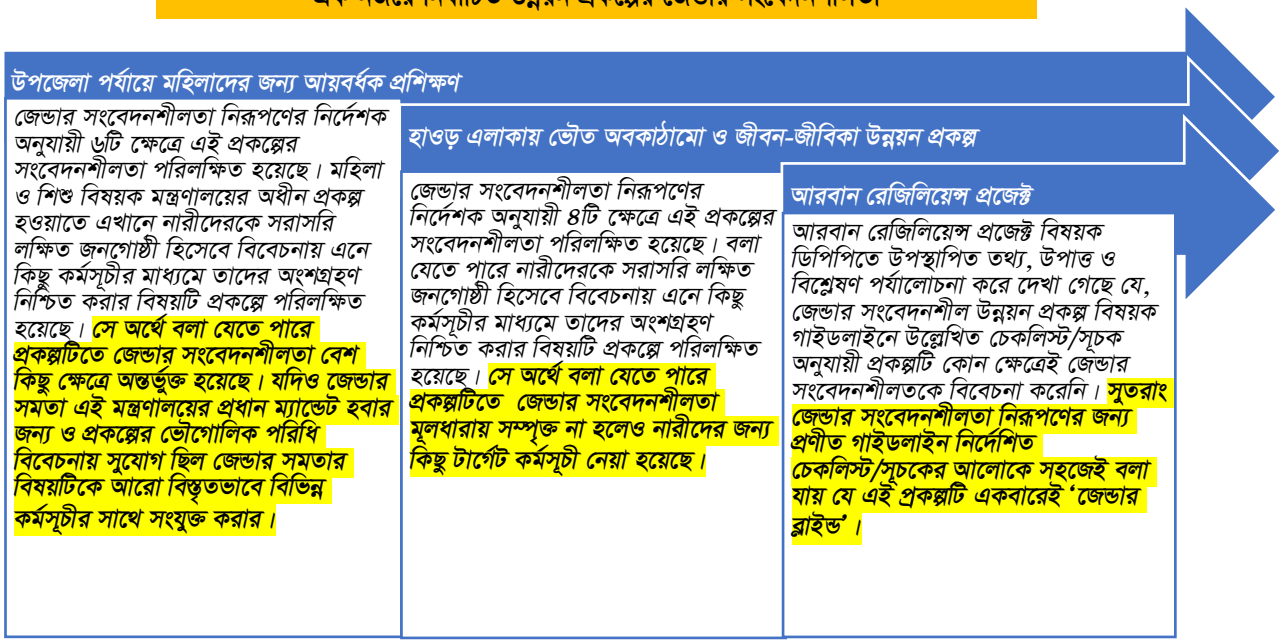


## ৫. উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুমোদনের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা যাচাইয়ের তুলনামূলক চিত্র

জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন ও অনুমোদন বিষয়ক গাইডলাইন অনুসারে নির্বাচিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুমোদনের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা কতখানি বিবেচনা করা হচ্ছে তা নিরূপন করতে পরিকল্পনা কমিশনের আওতাধীন ৫টি বিভাগ: সাধারন অর্থনীতি বিভাগ; আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ; কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ; শিল্প ও

শক্তি বিভাগ এবং ভৌত অবকাঠামো বিভাগ থেকে মোট ৬ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং জেন্ডার সমতা অর্জন বিষয়ক লীড মন্ত্রণালয় হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের পরিকল্পনা বিভাগের ২ জন সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে।

এই সাক্ষাতকার নেবার ক্ষেত্রে ২টি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে:

**জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন বিষয়ক গাইডলাইন সংক্রান্ত সচেতনতা**

*১. জেন্ডার সংবেদনশীল গাইডলাইন সম্পর্কিত সচেতনতা*
*২. জেন্ডার সংবেদনশীল গাইডলাইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ*
*৩ জেন্ডার সংবেদনশীল গাইডলাইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সচেতনতা*
*৪. জেন্ডার সংবেদনশীলতা সম্পর্কিত ধারণা*
*৫. জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ক গাইডলাইন অনুসরণ সম্পর্কিত সচেতনতা*

**উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুমোদনে জেন্ডার সংবেদনশীলতা যাচাই**

*১. ডিপিপি কতখানি জেন্ডার সংবেদনশীলত বিবেচনা করে*
*২. কোন সেক্টরের ডিপিপি সর্বাধিক জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিবেচনা করে*
*৩. ডিপিপি যাচাইয়ের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ক গাইডলাইন কি যথেষ্ট*
*৪. ডিপিপি অনুমোদনের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা কি নির্ণায়ক ভূমিকা রাখে*
*৫. ডিপিপি অনুমোদনের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা যাচাই করতে চ্যালেঞ্জসমূহ*

*ছক - খ: জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন বিষয়ক গাইডলাইন সম্পর্কিত সচেতনতা*

| জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন বিষয়ক গাইডলাইন বিষয়ক সচেতনতা | উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুমোদনে জেন্ডার সংবেদনশীলতা যাচাই |
|---|---|
| • সাক্ষাতকার প্রদানকারী ৫ জন উল্লেখ করেছেন যে তাদের বিভাগের অধিকাংশ কর্মকর্তা জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন বিষয়ক গাইডলাইন সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখেন। এর মধ্যে ৪ জন উল্লেখ করেছেন যে তারা গাইডলাইনটি দেখেছেন। তাদের মধ্যে শুধুমাত্র ১ জন গাইডলাইন বিষয়ে যে পরিপত্র জারী হয়েছে, সে সম্পর্কে অবহিত। সাধারন অর্থনীতি বিভাগ, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং ভৌত অবকাঠামো বিভাগ এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মনে করেন তাদের বিভাগের সকলের মধ্যে এই গাইডলাইন বিষয়ক যথেষ্ট সচেতনতা নেই। | • ৩ টি বিভাগ মনে করেন যে জেন্ডার সংবেদনশীলতা যাচাই করা সব বিভাগের জন্য প্রযোজ্য নয়। যেমন: ভৌত অবকাঠামোর ক্ষেত্রে রেল, টেলিযোগাযোগ ও ডাকঘর বিষয়টি 'জেন্ডার নিউট্রাল' হিসেবে তারা বিবেচনা করেন।<br>• উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতাকে ঠিক পদ্ধতিগত বা কাঠামোগতভাবে অনুসরণ করা হয়না বলেই ৫ টি বিভাগ মনে করেন। নারীকে কেন্দ্র করে পরিচালিত প্রকল্প ব্যতীত অধিকাংশ প্রকল্পই ডিপিপি ফরমেটের ১৪ নং আইটেমের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিশ্লেষণ ছাড়াই 'নারী ও শিশু' বিষয়ক অংশটি পূরণ করে থাকে। সাক্ষাতকার প্রদানকারীর অধিকাংশই মনে করেন যে বেশীরভাগ উন্নয়ন প্রকল্পেরই 'ফিজিবিলিটি স্টাডি" করা হয়না বিধায় জেন্ডার বিশ্লেষণ উপেক্ষিত থাকে। |
| • জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন বিষয়ক গাইডলাইন এর উপর আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর পরিকল্পনা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। | • অধিকাংশ সাক্ষাতকার প্রদানকারীর মতে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প, যেমন; স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারী ও শিশু ইত্যাদি ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা সর্বাধিক বিবেচিত হয়ে থাকে। পাশাপাশি কৃষি, ভৌত অবকাঠামোর ক্ষেত্রে আবাসন প্রকল্প ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীন প্রকল্প, শিল্পের ক্ষেত্রে পাট ও বস্ত্র খাতে তাঁতী ও বিসিক ও বিসিআইসি প্রশিক্ষণে নারীরা অগ্রাধিকার পায়। |
| • জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন বিষয়ক গাইডলাইন এর উপর যে একটি প্রশিক্ষণ মডিউল আছে সে সম্পর্কে ৪ টি বিভাগ সচেতন । | • ডিপিপি প্রস্তুত, যাচাই ও অনুমোদনের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল বিষয়ক গাইডলাইনটি সার্বিকভাবে বলে দেয় ডিপিপি তেরীর কোথায় কোথায় জেন্ডার ইস্যু বিবেচনা করতে হবে। তবে বিভিন্ন সেক্টরের লক্ষ্য ও ফোকাসের ভিন্নতার কারনে জেন্ডার ইস্যুগুলি কি হতে পারে সে সম্পর্কে এই গাইডলাইনে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু উল্লেখ নেই। |
| • ২টি বিভাগের মধ্যে জেন্ডার সংবেদনশীলতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে। অধিকাংশ সাক্ষাতকার প্রদানকারীর মতে তাদের বিভাগের মধ্যে 'নারীকেন্দ্রিক প্রকল্প মাত্রই জেন্ডার সংবেদনশীল' এমন একটি ধারণা বিরাজ করে। | • ডিপিপির জেন্ডার সংবেদনশীলতা পরিমাপ করার জন্য নির্দিষ্ট কোন পরিমাপক স্কেল বা মানদন্ড নেই।<br>• ডিপিপি অনুমোদনের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতাকে বর্তমানে মূল নির্ণায়ক হিসেবে দেখার কাঠামোগত ও পদ্ধতিগত কোন পরিমাপক নেই। |

| | |
|---|---|
| | • জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন বিষয়ক গাইডলাইনে ডিপিপির ৫টি ক্ষেত্রে জেন্ডার ইস্যু বিবেচনা করার কথা উল্লেখ থাকলেও বর্তমান ডিপিপি ছকের ১৪, ১৫ এবং ২৫ নং আইটেম ছাড়া অন্য কোথায় জেন্ডার ইস্যু অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি সরাসরি নির্দেশ করা হয়নি। |
| • প্রকল্প তৈরীর সময় সর্বক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিবেচিত হয়না বলেই অধিকাংশ মনে করেন। তবে লক্ষিত জনগোষ্ঠী চিহ্নিত করতে কোন কোন সেক্টরের কিছু কর্মসূচীতে নারীরা অগ্রাধিকার পায়। তবে তারা মনে করেন সেক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী-পুরুষের মধ্যকার ক্ষমতা সম্পর্কের দিকটির সার্বিক বিশ্লেষণ ও নারী-পুরুষের বিশেষ চাহিদার বিষয়টি নিরূপণ না করেই নারীকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী হিসেবে নারী যে সব কর্মসূচীতে সর্বোচ্চভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে,তা হলো: মাটি কাটাসহ স্থানীয় পর্যায়ে কমিউনিটির অবকাঠামো নির্মানের শ্রমিক, আয়বর্ধক ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, মাইক্রো ক্রেডিট, সমিতি গঠন ও কমিউনিটি পর্যায়ে গঠিত কমিটি, তাঁতী, তথ্য সেবাদানকারী, কিশোর-কিশোরী ক্লাব ইত্যাদি। | • জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন বিষয়ক গাইডলাইন বিষয়টি অনুসরণ বিষয়ে ২০০৯ সালে পরিপত্র জারী হলেও এর জন্য সুনির্দিষ্ট ফলো-আপ প্রক্রিয়ার অভাব পরিলক্ষিত।<br>• জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন বিষয়ক গাইডলাইন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ সবার না থাকার কারনে সবাই এ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পোষণ করেন না এবং তা অনুসরণ করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয়না।<br>• অনেক ক্ষেত্রেই জেন্ডার ইস্যুতে প্রকল্প প্রণয়ন ও যাচাইয়ের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তির মানসিকতা অসংবেদনশীল হিসেবে পরিলক্ষিত হয় বিধায় এই ইস্যুকে প্রাধান্য দেবার গুরুত্ব হারিয়ে যায়।<br>• উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত করার সময় যদি জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিবেচনা করা না হয়, তাহলে শুধুমাত্র পিআইসি সভার মাধ্যমে কিছু সুপারিশ করে তেমন কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়।<br>• জেন্ডার সমতা ও নারী অধিকার বিষয়ক লীড হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং ভূমিকা যথেষ্ট নয় এবং এ বিষয়ে পিআইসি সভায় তাদের নিয়মিত উপস্থিতির অভাব পরিলক্ষিত। |

## ৬. উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করতে সুপারিশসমূহ

- সকল মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনের সকল বিভাগের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অংশগ্রহণের মাধ্যমে জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন বিষয়ক গাইডলাইনটির রিভিউ প্রয়োজন। এবং বিভিন্ন সেক্টর ভিত্তিক সম্ভাব্য জেন্ডার ইস্যু কি কি হতে পারে, তার একটি চেকলিস্ট/টিপশীট প্রস্তুত করা প্রয়োজন।
- জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন বিষয়ক গাইডলাইনটির অনুসরণ নিশ্চিত করতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনার ফরমেটটি রিভিউ করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে গাইডলাইনটির সাথে সঙ্গতি রেখে ফরমেট পরিমার্জন/পরিবর্ধন করতে হবে।
- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদনের সাথে জড়িত সকল মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনের সকল বিভাগের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জেন্ডার সংবেদনশীল গাইডলাইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন।
- উন্নয়ন প্রকল্প যাচাই ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ক সুনির্দিষ্ট মানদন্ড ও পরিমাপক নির্ণায়ক তৈরী করা প্রয়োজন।
- নারীদেরকে শুধুমাত্র পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী হিসেবে প্রকল্প প্রস্তাবনায় বিবেচনা না করে সার্বিকভাবে প্রকল্প নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য দূরীকরণে কি প্রভাব রাখতে পারে এবং এ বিষয়ে সমাজে কিভাবে একটি ইতিবাচক মনোভাব গড়তে পারে সে বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।
- উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রস্তুত ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্ব ও পরামর্শমূলক ভূমিকা আরোও জোরদার করা।